—**একটিমাত্র** ব্যঞ্জনবর্ণ **বহুবার** ধ্বনিত হবে :

(i) "বাজিল বনে বাঁশের বাঁশরী
বনে ব'সে বাজাইছে বনবিহারী······"—লোকসঙ্গীত।

—'ব' প্রত্যেক শব্দের আদিতে ধ্বনিত হয়েছে। বারের সংখ্যা নয় (৯)। [উদাহরণটি একটি গানের মাত্র প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি। গানটি বেশ বড় এবং আদ্যন্ত প্রত্যেক শব্দের আরম্ভ 'ব' দিয়ে।]

(ii) "কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়"—বিদ্যাপতি।

(iii) "চলচপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "পিয়ালফুলের পরাগে পাটল পল্লীর বনবাটে"—যতীন্দ্রমোহন।

(v) "কেতকী কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে"—কালিদাস।

(vi) "শরতের শেষে সরিষা রো"—খনার বচন।

তৃতীয়—ব্যঞ্জনগুচ্ছ **স্বরূপানুসারে** মাত্র দুবার ধ্বনিত হবে।

[অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণের **স্বরূপসাদৃশ্য** এবং **ক্রমসাদৃশ্য** এই দুরকম সাদৃশ্যের কথা আছে। উদাহরণ দিয়ে এদের পার্থক্য বোঝানো যাক :—

(i) 'জেগেছে যৌ**বন নব** বসুধার দেহে' (শ. চ.) : দেখা যাচ্ছে স্থূলাক্ষর অংশদুটির প্রথমটিতে যে যে বর্ণ ('ব' ও 'ন'), দ্বিতীয়টিতেও তাই। কিন্তু পর্যায় (succession) ভঙ্গ হয়েছে অর্থাৎ 'নব' শব্দে আগে এসেছে 'ন', পরে 'ব'। অথচ ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে। এইজাতীয় সাদৃশ্যকে **স্বরূপসাদৃশ্য** বলে। কিন্তু যদি বলি (i) 'ফুটেছে যৌ**বন-বনে** আনন্দের ফুল' (শ. চ.), তাহ'লে স্থূলাক্ষর দুটি অংশেই বর্ণসজ্জা একরকমই থেকে ধ্বনিসাদৃশ্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বর্ণগুলির ক্রম (succession) অক্ষুণ্ণ থাকে। এইপ্রকার সাদৃশ্যের নাম **ক্রমসাদৃশ্য**।]

এই স্বরূপসাদৃশ্যের অনুপ্রাস **যুক্তব্যঞ্জনে হয় না**। 'তোমার চরণে অর্পিনু প্রাণ' চরণটিতে **র্প** আর **প্র** অনুপ্রাস নয়, যদিও **র্প**=র্‌প আর **প্র**=প্‌র স্বরূপসাদৃশ্য। যুক্তবর্ণে ধ্বনিমাধুর্যের একান্ত অভাবই এর কারণ।

শব্দশ্লেষ আর **অর্থশ্লেষে** ছাগবৎস ধীরে"—রবীন্দ্রনাথ।

লঙ্কার থাকে না, দ্বিতীয়টিতে থাকে।

শব্দশ্লেষ অলঙ্কারটি নানা কারণে মূল্যবান্‌।

রেখে শব্দশ্লেষ স্বাধীন অলঙ্কারজীবন যাপন্ন...ল সমরসাজ।"—রবীন্দ্রনাথ

(v) “কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।”—রবীন্দ্রনাথ। গ্রাম্য’

(vi) “বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।”— ঐ দকলের

চতুর্থ—ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্তভাবে **ক্রমানুসারে বহুবার** ধ্বনিতে—

(i) “এত ছ**লনা** কেন ব**ল না** (রবীন্দ্রনাথ)

গোপল**লনা** হ’ল সারা”—নীলকণ্ঠপদাবলী।

—এখানে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘লনা’ ক্রমানুসারে তিনবার ধ্বনিদাহরণ তরল

(ii) “গত যা**মিনী** জিতদা**মিনী** কা**মিনী**কুললাজে”—জগদা...

(iii) “ন**ন্দ**পুরচ**ন্দ্র** বিনা বৃ**ন্দা**বন অ**ন্ধ**কার”—কালিদাস।

(iv) “অশোক রোমা**ঞ্চি**ত ম**ঞ্জ**রিয়া

দিল তার স**ঞ্চ**য় অ**ঞ্জ**লিয়া।

মধুকর-গু**ঞ্জি**ত

কিসলয়-পু**ঞ্জি**ত

উঠিল বনা**ঞ্চ**ল চ**ঞ্চ**লিয়া।”—রবীন্দ্রনাথ।

—‘ঞ্চ’ চারবার এবং ‘ঞ্জ’ চারবার ধ্বনিত হয়েছে।

(v) “ঝম্পি ঘন গরজ**ন্তি** স**ন্ত**তি ভুবন ভরি বরিখ**ন্তি**য়া।

কা**ন্ত** পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হ**ন্তি**য়া॥”—বি**দ্যা**পতি।

(vi) “স**ঙ্ক**টময় প**ঙ্কি**ল পথ শ**ঙ্কি**ল চারিধার”—যতীন্দ্রমোহন।

(vii) “ম**ঞ্জু**বিকচকুসুমপু**ঞ্জ** মধুপশব্দগ**ঞ্জি**গু**ঞ্জ**

কু**ঞ্জ**রগতি গ**ঞ্জি**গমন ম**ঞ্জু**লকুলনারী।

ঘনগ**ঞ্জ**ন চিকুর-পু**ঞ্জ** মালতীফুলমালে র**ঞ্জ**

অ**ঞ্জ**নযুত ক**ঞ্জ**নয়নী খ**ঞ্জ**নগতিহারী।”—জগদানন্দ।

—শেষের পাঁচটি উদাহরণ বহুবার ধ্বনিত যুক্তব্যঞ্জনের।

(ঘ) ছেকানুপ্রাস ঃ

দুটি বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্ত থেকে **ক্রমানুসারে** যদি **মাত্র দুবার** ধ্বনিত হয়, তবেই হয় **ছেকানুপ্রাস। একব্যঞ্জনে ছেকানুপ্রাস হয় না।**

বৃত্ত্যনুপ্রাসেও ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুবার ধ্বনিত হওয়ার লক্ষণ র... কিন্তু সেখানে ধ্বনিত হয় শুধু অযুক্তভাবে এবং স্বরূপারবীন্দ্রনাথ।

ধ্বনিত হয় যুক্ত বা অযুক্তভাবে এবং... ধ্বনিত হয়েছে।

(i) “উড়িল কল**ম্ব**কুল অ**ম্ব**র তরল তান—শ. চ.

(ii) “ল**ঙ্কা**র প**ঙ্ক**জরবি গেলা দুবার ক’রে ধ্বনিত হয়েছে।

(iii) "এখনি **অন্ধ বন্ধ** করো না পাখা"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে **গন্ধ অন্ধ** হ'য়ে"— ঐ

ব(v) "জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌ**রভ রভ**সে"— ঐ

—'ব' . 'যাপিনু **যামিনী যমুনার** কূলে বন্ধুর পথ চাহি'—শ. চ.

[উদাহরণটি 'অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখী

আগন্ত প্রত্যেক মরিতেছে মাথা খুঁড়ে **পঞ্জর-পিঞ্জরে**।"—রবীন্দ্রনাথ।

'(v)' ... "**করুণাকিরণে** বিকচ নয়ান।"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "কে বেঁধেছে তার তরণী,

তরুণ তরণী।"— ঐ

(x) "কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার **কমলকোমল** পাণি।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xi) "একটি ধানের **শিষের** উপরে একটি **শিশির**বিন্দু।"— ঐ

(xii) "উদ্ধত যত **শাখার শিখরে** রডোডেণ্ড্রনগুচ্ছ।"— ঐ

(xiii) "**অধর অধীর** হ'তো চুম্বন-লালসে।"—মোহিতলাল।

(xiv) "আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারচে, কিন্তু সে যে তার **গারদের গরাদের** ভিতর থেকে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xv) "**রিনিঝিনি রুনুঝুনু** সোনার নূপুর।"—রবীন্দ্রনাথ।

—উদাহরণগুলির প্রথম চারটিতে যুক্তব্যঞ্জন এবং বাকী কয়টিতে অযুক্ত-ব্যঞ্জনগুচ্ছ মাত্র দুবার ক'রে ধ্বনিত হয়েছে।

২। শব্দশ্লেষ

কবি যখন বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠক বিভিন্ন অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করবেন, তখনি হয় **শব্দশ্লেষ অলঙ্কার**।

শ্লেষবক্রোক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে **শ্লেষবক্রোক্তিতে** বক্তা আর শ্রোতার যে উক্তিপ্রত্যুক্তি লক্ষণটি রয়েছে, **শব্দশ্লেষে** তা নাই; এছাড়া, প্রথমটিতে বক্তা একটিমাত্র অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন এবং শ্রোতা তার **অন্য অর্থ** ধ'রে উত্তর দেন; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বক্তা নিজেই বিভিন্ন অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন।

শব্দশ্লেষ আর **অর্থশ্লেষে** পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে শব্দ পরিবর্তন করলে অলঙ্কার থাকে না, দ্বিতীয়টিতে থাকে।

শব্দশ্লেষ অলঙ্কারটি নানা কারণে মূল্যবান্। অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে শব্দশ্লেষ স্বাধীন অলঙ্কারজীবন যাপন(?)-প্রকাশ। রে, তেমনি পারে

অন্য অলঙ্কারের অঙ্গীভূত হ'য়ে তাকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজে গৌণ হ'য়ে থাকতে।

শব্দশ্লেষের প্রকারভেদ দুটি—**সভঙ্গ** আর **অভঙ্গ**।

সভঙ্গের উদাহরণ বাঙলাসাহিত্যে বিরল ; অভঙ্গের সুপ্রচুর।

(ক) **সভঙ্গ :** লেখক যদি এমন শব্দ প্রয়োগ করেন যাকে না ভাঙলে বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যাবে না, তাহ'লে হয় **সভঙ্গ শব্দশ্লেষ**।

একটি সহজ অথচ অতিসুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি,—সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত নয়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে সংগৃহীত। একটি পাদুকার দোকানের নাম

"শ্রীচরণেষু"

—ক্রেতার শ্রীচরণশরণ পাদুকাব্যবসায়ীকে করতেই হবে, অতএব **শ্রীচরণেষু** ('শ্রীচরণ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর বহুবচন, বুঝি বা গৌরবে)। চমৎকার কাব্যিক নাম। শব্দের অভগ্ন অখণ্ড রূপ।

অথচ, এরই মধ্যে আসল কথাটিও রয়েছে অতিপ্রচ্ছন্নরূপে—শ্রীচরণেষু= শ্রীচরণে+'ষু' (Shoe)। শব্দের ভগ্নরূপ। **সভঙ্গ**।

(i) "অপরূপ রূপ **কেশবে**
দেখ্‌রে তোরা এমনধারা কালো রূপ কি আছে ভবে॥"
—দাশরথি।

—গানটি কৃষ্ণপক্ষ ও কালীপক্ষ দুই অর্থে রচিত। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বনিরসন এই গানের উদ্দেশ্য। কবি বলছেন, এমন অপরূপ কালো রূপ বিশ্বে আর নাই, নয়ন ভ'রে ওই রূপ দেখে নে। কালো রূপ কার? কৃষ্ণের এবং কালীর। এ অর্থ কেমন ক'রে পেলাম? কেশব=নারায়ণ বা কৃষ্ণ একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কালী? 'কেশব' শব্দটি ভেঙে একে কে+শব করলেই অর্থ স্পষ্ট হবে। **শবে** অর্থাৎ শবরূপী শিবের হৃদ্‌বিহারিণী অপরূপা ওই বামা কে?

(ii) "**কৃষ্ণসারের** পায় **কেশরী** করুণা চায়
তরল-আয়ত-আঁখি-পরসাদে মুগ্ধ।"—কবিশেখর কালিদাস।

—'কৃষ্ণসার' একরকম হরিণ ; 'কেশরী' সিংহ। এই হ'ল প্রথম অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ : **কৃষ্ণ** (শ্রীকৃষ্ণ) **সার যাঁর সেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য** ; 'কেশরী' হলেন বেদান্তকেশরী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। কাশীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য অদ্বৈতবৈদান্তিক প্রকাশানন্দ-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের নিকট প্রেমধর্মে দীক্ষাপ্রার্থনার কথ ক্ষজরবি গেলাত্র ৎ **সভঙ্গ শ্লেষ** ; 'কেশরী'-তে অভঙ্গ।

(iii) "আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে **মুলতানে**

গুঞ্জন তার রবে চিরদিন..."—রবীন্দ্রনাথ ('রোগশয্যায়' থেকে)।

—**'মুলতান'** যখন **এককথা**, তখন এটি সঙ্গীতের **রাগিণীবিশেষের নাম**। উচ্চাঙ্গসঙ্গীততাত্ত্বিক কবি রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে টৌড়ী মেলের রাগ এই মুলতান প্রকৃতিতে পূরবীর নিকটবর্ত্তী ব'লে, এটিকে আলাপ করতে হয় সূর্য্যাস্তকালে ; তাই, 'দিনের শেষ ছায়াটুকু...'। 'মুলতান'-এর এই রাগিণী অর্থের কথা কবি নিজেই বলেছেন এই কবিতায়—'এই রাগিণীর করুণ আভাস'। কিন্তু এই অর্থই কবির একমাত্র কাম্য অর্থ নয়।

দ্বিতীয় এবং মূল্যবান্ অর্থটি মিলবে কথাটিকে ভাঙলে : **'মুলতান'=মূল +তান**। সেই তান, আনন্দের সেই অনাহত ছন্দঃস্পন্দ যা অবিরাম অনন্ত-বৈচিত্র্যময় গুঞ্জনে আত্মপ্রকাশ করছে বিশ্ববীণার রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের তন্ত্রে তন্ত্রে, যাকে 'কোটিকে গুটিক' ভাগ্যবান্ দেখতে পেয়ে বলতে পারেন—

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম ছুটি নয়ন মেলে।"

বিশ্বের সেই **মুল তান**কে পেয়েছেন কবি—এইটুকু আভাসে বুঝবে অনাগত কালের পথিক কবির **মুলতান**রাগের অর্থহীন গুঞ্জন থেকে, বলবে তারা—

"বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই তাই সে পেয়েছে খুঁজি।"

(খ) **অভঙ্গ :** শব্দকে না ভেঙে অর্থাৎ পূর্ণরূপে রেখেই একাধিক অর্থে যদি তার প্রয়োগ করা হয় তবেই হয় **অভঙ্গশ্লেষ**।

(i) "পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মত বর দাও'।"—শ. চ.

—বর=আশীর্ব্বাদ ; স্বামী।

[Pun-এর সঙ্গে অভঙ্গশ্লেষেরও কিছু মিল রয়েছে। "When a woman loses her husband, she pines for a **second**" (Second=মুহূর্ত্ত, দ্বিতীয় স্বামী) বাঙলা উদাহরণটির সগোত্র। এই অভঙ্গশ্লেষই আমাদের সাহিত্যে বেশী পাওয়া যায়।]

(ii) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?"—গুপ্ত।

—কবি [illegible]কে দ্দেশ্য নিয়ে এই কবিতাংশটুকু রচনা করেছিলেন : (১) [illegible]দাসকে আরো[illegible]মা- ও (২) নিজের মহিমা-প্রকাশ।

(১) যাঁর আলোতে সূর্য্য আলোকিত, যিনি বিশ্বব্যাপী, সেই ভগবান্‌কে কে বলে গুপ্ত ?

(২) ঈশ্বর (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) গুপ্ত (অখ্যাতনামা) কে বলে ? প্রভাকর (গুপ্তকবি-সম্পাদিত পত্রিকা) তাঁরই প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশিত।

(iii) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।"—ভারতচন্দ্র।

[**অতি বড় বৃদ্ধ**=খুব বুড়ো ; সকলের চেয়ে বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী ও সম্মানিত। সিদ্ধি=ভাঙ ; মুক্তি। কোন গুণ নাই তার=গুণহীন ; সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের অতীত। কপালে আগুন=পোড়াকপাল ; শিবের ললাটবহ্নি, মদন যাতে ভস্ম হয়েছিলেন। কু=মন্দ ; পৃথিবী। পঞ্চমুখ=অজস্র মন্দ কথা যখন বলেন, মনে হয় যেন এক মুখে নয় বুঝি পাঁচ মুখে বলছেন ; শিবের অপর নাম পঞ্চানন, যেহেতু তাঁর পাঁচ মুখ। কণ্ঠভরা বিষ=কথায় বিষের মতো জ্বালা ; সাগরমন্থনে বিষ উঠলে সৃষ্টিরক্ষার জন্য শিব তা পান করেছিলেন ব'লে তাঁর নাম নীলকণ্ঠ—বিষের নীলবর্ণে তাঁর কণ্ঠ নীল। দ্বন্দ্ব=ঝগড়া, মিলন। ভূত= সারাদিন বাড়ীতে এমনি উপদ্রব করে মনে হয় যেন **ভূত নাচিয়ে** বেড়াচ্ছে (বাঙলা idiom) ; প্রেত বা প্রমথ শিবের অনুচর (**সৃষ্টিও** হ'তে পারে : ভূ+ ভাববাচ্যে ক্ত)। না মরে=মরলে আপদ্ যায়, হাড়ে বাতাস লাগে, কিন্তু এমনি কপাল যে মরেও না ; অমর। পাষাণ বাপ=নিষ্ঠুর পিতা ; পার্ব্বতীর পিতা পাষাণকায় হিমাচল ("দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ")।]

কবিতাংশটি ঈশ্বরী পাটনীর কাছে অন্নদা (দুর্গা)-র কৌশলে আত্মপরিচয়। **এটি ব্যাজস্তুতিরও চমৎকার উদাহরণ।**

(iv) "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে"—মুকুন্দরাম।

—সুন্দরীরূপিণী চণ্ডী আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে কালকেতুর পত্নী ফুল্লরাকে বলছেন। গুণে=স্বভাবের চমৎকারিত্বে ; ধনুকের ছিলায় (স্বর্ণগোধারূপিণী চণ্ডীকে ব্যাধ কালকেতু ধনুকের ছিলায় বেঁধে বন হ'তে বাড়ীর নিকটে এনেছিল)।

কবিকঙ্কণরচিত চণ্ডীর আত্মপরিচয়টি শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতির' -তে অভঙ্গ। ত।

(অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও ব'লে রাখি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদার আত্মপরিচয়' মুকুন্দরামের প্রবল প্রভাবের ফল)।

(v) "কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার।
সে বোঝে **অক্ষর কালী** হৃদে আছে যার ॥"—রামপ্রসাদ।

—'অক্ষর কালী'=(১) সনাতনী কালিকা; (৩) কালীর আঁখর অর্থাৎ বিদ্যা। (কালীকিঙ্করের=রামপ্রসাদের)

(vi) "দেখ নাকি, হায়, বেলা চ'লে যায়, সারা হয়ে এল দিন।
বাজে **পূরবীর** ছন্দে **রবির** শেষ রাগিণীর বীণ।"—রবীন্দ্রনাথ।

(১) 'পূরবী'=গোধূলির রাগবিশেষ; 'রবি'=সূর্য্য।

(২) 'পূরবী'='পূরবী'-নামক কাব্যগ্রন্থ; 'রবি'=রবীন্দ্রনাথ।

'পূরবী' কাব্যের প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌষট্টি বৎসর।

(vii) "পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব, পড়ি যায় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে; আছে কি কি **বীজ**
কবিত্ব-**কলায়**; শেলি গেটে কোলরীজ
কার কোন্ শ্রেণী…"—রবীন্দ্রনাথ।

(১) 'বীজ'=মূল সূত্র; 'কলা'=শিল্প। (২) 'বীজ'=বীচি (seeds); 'কলা'=কদলী। উক্তিটি বিদ্রূপাত্মক।

(viii) "একদিন রাত্রে, যদিও সেটা শুক্লপক্ষ নয়, **জ্যোৎস্না** আমারই ঘরে এসে দাঁড়ালো।"—অচিন্ত্যকুমার।

—জ্যোৎস্না—(১) একটি মেয়ের নাম; (২) চাঁদের আলো।

এইবার যে উদাহরণগুলি দিচ্ছি শ্লেষের ভূমিকা সেখানে গৌণ, কারণ অন্য অলঙ্কারের সে অঙ্গীভূত। গৌণ হ'য়েও আপন শক্তি আর সৌন্দর্য্যে সে দীপ্তিমান্। শ্লেষের সভঙ্গ অভঙ্গ দুই রূপই এখানে পাব।

(i) "ঋতুতে ঋতুতে মহাকবি কাল নির্ভুল নিয়মে তাঁর **ঋতুসংহার** কাব্য রচনা ক'রে চলেন।"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

—'কাল'-এর উপর 'মহাকবি' আরোপিত হওয়ায় যে রূপক অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে, বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদের দৃষ্টিকে সে দিক্ থেকে সরিয়ে রাখছি। আমাদের দৃষ্টি এখানে কেন্দ্রীভূত **'ঋতুসংহার'** কথাটিতে, যা নারায়ণের কল্পনাকে করেছে লীলাচঞ্চল। মহাকবি কালের উপর মহাকবি কালিদাসকে আরোপিত করেছে 'ঋতুসংহার', ব্যঞ্জনার পথে দুই কবিরই কাব্যের

বিষয়বস্তু 'ঋতু'। কালিদাস ঋতুকে **'সংহার'** করেছেন—ঋতুপরম্পরাকে **সঙ্কলন** করেছেন, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের সূত্রে ঋতুপরম্পরার **মালা গেঁথেছেন**; 'কাল' ঋতুকে **'সংহার'** ক'রে চলেছেন—ঋতুপরম্পরার রসরূপকে **ধ্বংস** ক'রে চলেছেন ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কলেরা বসন্ত আমাশয়রূপ মহামারী দিয়ে। যাই হোক, দুই কাব্যই যে **'ঋতুসংহার'** তাতে সন্দেহ নাই। এইখানে শ্লেষের খেলা এবং এই খেলার ফলশ্রুতি **ব্যঙ্গ্যরূপক অলঙ্কার**।

(ii) "বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। **কর্ণমূলে** অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়।"—রবীন্দ্রনাথ।

'কর্ণ'=(১) চর্ম্ম-মাংস-উপাস্থিময় প্রত্যঙ্গ; (২) শ্রবণেন্দ্রিয়। "কঠিন কৌতুক" বরের 'কর্ণ'পক্ষে **মর্দ্দন** এবং লেখকের 'কর্ণ'পক্ষে **নিন্দাবিদ্রূপ**। 'কঠিন কৌতুক'-এ শ্লেষ নাই; **'কর্ণ'** কথাটির অর্থ **শ্লিষ্ট**। 'প্রায়' কথাটি অভেদ-আরোপে বাধা দেওয়ায় বর আর লেখক রূপক হ'তে পারল না। আবার উপমার লক্ষণ স্পষ্ট নয় ব'লে সাধারণ উপমাও বলা গেল না। কিন্তু **উপমাই**; কর্ণমূলক কঠিন কৌতুক নিঃশব্দে সহ্য করার মধ্যে সাধারণধর্ম্মের ব্যঞ্জনা। 'কঠিন কৌতুক'-এর স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করেছে 'কর্ণ'-ঘটিত শ্লেষ। **শ্লেষগর্ভ ব্যঙ্গ্য উপমা**।

একটা কথা এইখানে ব'লে রাখি। এই বিশেষভাবের শব্দশ্লেষ অলঙ্কারের কার্য্যকলাপ বুঝতে হ'লে আগে অর্থালঙ্কারের সঙ্গে একটু পরিচয় দরকার।

(iii) "ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-**মানস**-হংস) কহিলা মহীরে।"—মধুসূদন।

—**'মানস'**=(১) মন; (২) মানসসরোবর। চিন্তামণি (বিষ্ণু) যোগীন্দ্রের ধ্যানের ধন; এইখানে 'মানস' কথাটির 'মন' অর্থের সার্থকতা। কিন্তু চিন্তা-মণির উপর 'হংস' আরোপিত হওয়ায় অলঙ্কার হয়েছে **রূপক**। 'হংস' মানসে (মনে) বিহার করে না, করে সরোবরে। এখানে সেই সরোবরের নাম পুণ্যতীর্থ 'মানস', কারণ 'হংস' নারায়ণ। মনবাচক 'মানস' (বিষয়) গ্রস্ত হয়েছে সরোবরবাচক 'মানস'-কর্ত্তৃক—অলঙ্কার **অতিশয়োক্তি**। 'মানস'-ঘটিত শব্দশ্লেষ এই অতিশয়োক্তির মূলে।

(iv) "রবি-**রশ্মি**-গ্রথিত দিন-রত্নের মালা"—রবীন্দ্রনাথ।

—**'রশ্মি'**=(১) কিরণ; (২) রজ্জু, এখানে সূত্র। 'দিন'-সম্পর্কে 'রশ্মি' কিরণ অর্থে সার্থক; কিন্তু যখনই দিনের উপর রত্নের আরোপে রূপক এসে